পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবন

কর্মী জনসংখ্যা, জীবিকার ধরণ

১৯৯১ ও ২০০১-এর জনগণনা সমগ্র জনসংখ্যাকে মূল দুটি অংশে ভাগ করেছে—কর্মী ও অকর্মী। কর্মী জনসংখ্যাকে আবার বিভক্ত(করা হয়েছে নয়টি জীবিকাগত শ্রেণীতে

১। কৃষক,

২। কৃষি-শ্রমিক,

৩। পশুপালন, বনপালন, মাছ ধরা, শিকার, বাগিচায় কাজ ইত্যাদি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত(,

৪। খনন ও উন্মুক্ত(খনন,

৫। শিল্পোৎপাদন, প্রক্রি(য়াজাতকরণ, সেবা ও মেরামতি ইত্যাদি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত(,

(ক) গৃহ শিল্প, (খ) গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্প(

৬। নির্মাণ শিল্প,

৭। ব্যবসা ও বাণিজ্য,

৮। পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত(এবং

৯। অন্যান্য সেবা।

উপরের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যার মোট বিভাগ সংক্র(ান্ত তথ্য, ১৯৯১ ও ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী, সারণী- ৫.১ এ দেওয়া হ'ল ঃ

সারণী ৫.১

জীবিকাগত শ্রেণীবিভাগ ঃ ১৯৯১ – ২০০১

জীবিকা		১৯৯১			২০০১		
		মোট	পু(ষ	স্ত্রী	মোট	পু(ষ	স্ত্রী
	জেলা	৪৭,৪০,১৪৯	২৪,৩৯,৩৪২	২৩,০০,৮০৭	৫৮,৬৩,৭১৭	৩০,০৪,৩৮৫	২৮,৫৯,৩৩২
জনসংখ্যা	**গ্রাম**	৪২,৪৫,৮০২	২১,৮৬,৯৫০	২০,৫৮,৮৫২	৫১,৩১,৩৭৪	২৬,৩২,৫৯১	২৪,৯৮,৭৮৩
	শহর	৪,৯৪,৩৪৭	২,৫২,৩৯২	২,৪১,৯৫৫	৭,৩২,৩৪৩	৩,৭১,৭৯৪	৩,৬০,৫৪৯
	জেলা	১৪,২৪,৪৮৯	১২,৪৩,৭০৭	১,৮০,৭৮২	১৬,৬৯,৫৯৭	১৩,৮২,৭৯৩	২,৮৬,৮০৪
কর্মী	গ্রাম	১২,৭০,৫০২	১১,২৪,৫২৭	১,৪৫,৯৭৫	১৪,১৮,৪৯৬	১২,০৬,৯৩৩	২,১১,৫৬৩
	শহর	১,৫৩,৯৮৭	১,১৯,১৮০	৩৪,৮০৭	২,৫১,১০১	১,৭৫,৮৬০	৭৫,২৪১
	জেলা	৪,৪৮,২৬৯	৪,৪২,৭৯০	৫,৪৭৯	৩,৬৯,৮৮৯	৩,৫৭,৪৩৯	১২,৪৫০
কৃষক	গ্রাম	৪,৪২,৩২০	৪,৩৬,৯৯৫	৫,৩২৫	৩,৬৫,৯৮৮	৩,৫৩,৬২৫	১২,৩৬৩
	শহর	৫,৯৪৯	৫,৭৯৫	১৫৪	৩,৯০১	৩,৮১৪	৮৭
	জেলা	৪,১৭,১৮০	৩,৯৮,৪৭৬	১৮,৭০৪	৫,৬০,৩৭৬	৫,২১,৮৭১	৩৮,৫০৫
কৃষি-শ্রমিক	গ্রাম	৪,০৭,৮৭৪	৩,৮৯,৭৩২	১৮,১৪২	৫,৫৩,৬০৪	৫,১৫,৬০৬	৩৭,৯৯৮
	শহর	৯,৩০৬	৮,৭৪৪	৫৬২	৬,৭৭২	৬,২৬৫	৫০৭
	জেলা	২৭,৩০৩	২৫,৭৩২	১,৫৭১			
পশুপালন	গ্রাম	২২,৮৪২	২১,৪৫৭	১,৩৮৫			
	শহর	৪,৪৬১	৪,২৭৫	১৮৬			

মুর্শিদাবাদ

জীবিকা		১৯৯১			২০০১		
		মোট	পু(ষ	স্ত্রী	মোট	পু(ষ	স্ত্রী
খনন,	জেলা	৬৩৫	৬২৬	৯			
মুক্ত(খনন	গ্রাম	৫৬৯	৫৬০	৯			
(উত্তোলন)	শহর	৬৬	৬৬	০			
	জেলা	১,৯৪,৩১৮	৭১,৫৫৮	১,২২,৭৬০	৪,০৮,৮০৪	১,১১,৫১৬	২,৯৭,২৮৮
গৃহশিল্প	গ্রাম	১,৫৩,৯১৭	৫৩,৮৮০	১,০০,০৩৭	২,৯৩,১৩৩	৭১,৫৬৮	২,২১,৫৬৫
	শহর	৪০,৪০১	১৭,৬৭৮	২২,৭২৩	১,১৫,৬৭১	৩৯,৯৪৮	৭৫,৭২৩
	জেলা	৬১,৮৮৫	৪৯,০৮৫	১২,৮০০			
অন্যান্য শিল্প	গ্রাম	৪৪,২৬৩	৩৪,৬১৮	৯,৬৪৫			
	শহর	১৭,৬২২	১৪,৪৬৭	৩,১৫৫			
	জেলা	৫০,৩৪০	৪৯,৯৬৬	৩৭৪			
নির্মাণ	গ্রাম	৪০,৯৪৫	৪০,৮০৭	১৩৮			
	শহর	৯,৩৯৫	৯,১৫৯	২৩৬			
ব্যবসা,	জেলা	১,০৯,৯৭৮	১,০৫,৫০৪	৪,৪৭৪			
বাণিজ্য	গ্রাম	৭৯,৭৫৯	৭৬,০৭২	৩,৬৮৭			
	শহর	৩০,২১৯	২৯,৪৩২	৭৮৭			
পরিবহণ ও	জেলা	২৭,৬৫৪	২৭,৪৭০	১৮৪			
যোগাযোগ	গ্রাম	১৯,২৭১	১৯,১৭২	৯৯			
	শহর	৮,৩৮৩	৮,২৯৮	৮৫			
	জেলা	৮৬,৯২৭	৭২,৫০০	১৪,৪২৭			
অন্যান্য সেবা	গ্রাম	৫৮,৭৪২	৫১,২৩৪	৭,৫০৮			
	শহর	২৮,১৮৫	২১,২৬৬	৬,৯১৯			
	জেলা	৬৯,১৫৬	১২,৩০৬	৫৬,৮৫০	৩,৩২,১২২	১,৫৯,১২১	১,৭৩,০০১
প্রান্তিক কর্মী	গ্রাম	৬৩,১৭৮	১১,৩২০	৫১,৮৫৮	২,৯৬,৭৮০	১,৪৭,৬৪৯	১,৪৯,১৩১
	শহর	৫,৯৭৮	৯৮৬	৪,৯৯২	৩৫,৩৪২	১১,৪৭২	২৩,৮৭০
	জেলা	৩২,৪৬,৫০৪	১১,৮৩,৩২৯	২০,৬৩,১৭৫	৩৮,৬১,৯৯৮	১৪,৬২,৪৭১	২৩,৯৯,৫২৭
অকর্মী	গ্রাম	২৯,১২,১২২	১০,৫১,১০৩	১৮,৬১,০১৯	৩৪,১৬,০৯৮	১২,৭৮,০০৯	২১,৩৮,০৮৯
	শহর	৩,৩৪,৩৮২	১,৩২,২২৬	২,০২,১৫৬	৪,৪৫,৯০০	১,৮৪,৪৬২	২,৬১,৪৩৮
	জেলা				৬,৬২,৬৫০	৫,৫১,০৮৮	১,১১,৫৬২
অন্যান্য কর্মী	গ্রাম				৫,০২,৫৫১	৪,১৩,৭৮৩	৮৮,৭৬৮
	শহর				১,৬০,০৯৯	১,৩৭,৩০৫	২২,৭৯৪

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

জমির মালিকানার ভিত্তিতে কৃষিজীবীর বিভাজন ঃ

জমির মালিকানার ভিত্তিতে কৃষিজীবীর তথা কৃষিজোতের সংখ্যা, আয়তন ইত্যাদির সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায় ১৯৯৫-৯৬ সালে। ঐ বছর রাজ্য কৃষি সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী জেলার মোট কৃষিজোতের সংখ্যা ৫,২২,৮৪৩ এবং ঐ জোতগুলির মোট আয়তন ৪,৬১,৩৪৩ হেক্টর। অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ সালে জেলার কৃষিজোতের গড় আয়তন ছিল ০.৭৪ হেক্টর।

কৃষি সেন্সাসে আয়তন বিচারে জোতগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি হল ঃ

প্রান্তিক - ১ একরের চেয়ে ছোট

(দ্র - ১ একরের চেয়ে বড় কিন্তু ২ একরের চেয়ে ছোট

প্রায় মাঝারি - ২ একরের চেয়ে বড় কিন্তু ৪ একরের চেয়ে ছোট

মাঝারি - ৪ একরের চেয়ে বড় কিন্তু ১০ একরের চেয়ে ছোট

বড় - ১০ একরের চেয়ে বড়

১৯৭০-৭১ সাল থেকে জেলার কৃষি জাত তথ্য ৫.২ সারণী দেওয়া হ'ল।

সারণী- ৫.৩ প্রতিটি শ্রেণীর কৃষিজোত জেলার মোট কৃষিজোতের কত শতাংশ, তা প্রতিফলিত করছে। এর থেকে কৃষিজোতের মালিকানা ভিত্তিক বিন্যাসের চিত্র অর্থাৎ কৃষিজমির মালিকদের কত অংশ কোন শ্রেণীভুক্ত(, সেই চিত্রটিও পাওয়া যায়।

সারণী ৫.৩

মোট কৃষি জোতের মালিকানার শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর জোতের মালিকানা

বৎসর	প্রান্তিক	(দ্র	প্রায়-মাঝারি	মাঝারি	বড়
১৯৭০-৭১	৬৩.৭৯	২০.২৪	১২.১৯	৩.৭৫	০.০২৮
১৯৭৬-৭৭	৫৬.৮৪	২৭.১৭	১২.৯৬	৩.০২	০.০১৩
১৯৮০-৮১	৭০.৬১	২০.২৪	৭.৭৬	১.৩৮	০.০০৭
১৯৮৫-৮৬	৭২.৫১	১৯.৬৫	৭.০২	০.৮১০	০.০০৬
১৯৯০-৯১	৭৩.৭৬	১৯.১৩	৬.৬৬	০.৪৪	০.০১২
১৯৯৫-৯৬	৭৫.৮৩	১৭.৯৭	৫.১৮	০.৩৮	০.০১০

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুকে প্রকাশিত কৃষি সেন্সাসের তথ্য।

সারণী ৫.২ (পৃষ্ঠা-২১২) থেকে দেখা যাচ্ছে আলোচ্য সময়কালে প্রান্তিক ও (দ্র জোতের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রায় মাঝারি, মাঝারি ও বড় জোতের সংখ্যা কমেছে। প্রতিটি শ্রেণীর জোতের বৃদ্ধি বা হ্রাসের (ে ত্রে ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও বড় জোতের সংখ্যা ১৯৯০-৯১ সালে হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে পরের সেন্সাস (১৯৯৫-৯৬)-এর মধ্যে আবার কমে যায়।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য সময়কালে প্রান্তিক জোতের আওতাভুক্ত(মোট জমি এবং (দ্র জোতের আওতাভূক্ত(মোট জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার মোট কৃষিজোতের আয়তন বৃদ্ধি ৩৮.৬৪ শতাংশ। সুতরাং প্রান্তিক ও (দ্র জোতের আওতাভুক্ত(জমির পরিমাণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ প্রায়-মাঝারি, মাঝারি ও বড় জোত ভেঙ্গে (দ্র ও প্রান্তিক জোতে পরিণত হওয়া।

কৃষি-সেন্সাসের তথ্যগুলি থেকে জমির কেন্দ্রীভবনের বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৯৭০-৭১ সালে ২ একর পর্যন্ত জমির মালিকের সংখ্যা ছিল ৮৪.০৩ শতাংশ, ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩.৮ শতাংশ। এই কালপর্বে ২-১০ একর জমির মালিক বা প্রায়-মাঝারি ও মাঝারি জোতের মালিকের সংখ্যা কমে হয়েছে ১৫.৯৪ থেকে ৫.৫৬ শতাংশ। বড় জোতের মালিকের সংখ্যা ৯৪ থেকে কমে হয়েছে ৬৪ (শতাংশের হিসাবে ০.০২৮ থেকে ০.০১০) এবং এই জোতের গড় আয়তনও অনেক কমেছে। ১৯৭০-৭১-এ জেলার বড় জোতের গড় আয়তন ছিল ২২.১৯ হেক্টর, ১৯৯৫-৯৬-এর বড় জোতগুলির গড় আয়তন ১২.০৮ হেক্টর।

সারণী ৫.২
কৃষিজোতের সংখ্যা ও আয়তন (একর)

প্রকৃতি		১৯৭০-৭১	১৯৭৬-৭৭	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬
প্রান্তিক	সংখ্যা	২১০৮২৫	১৭৭৮২৬	৩৫২৭৫০	৪১০০৮৩	৪৬৬৬৫২	৪৭১৬১৮
	আয়তন	৮৫১০৮	১০৮৮৯৫	১৪৫০৩৯	১৬৪৪৩০	১৮২৫১৮	২০৬৪১৪
	গড়	০.৪০৩৬	০.৬১২	০.৪১১	০.৪০০	০.৩৯	০.৪৪
(ুদ্র	সংখ্যা	৬৬৯০৬	৮৫০০৮	১০১১২৫	১১১১৫৭	১২১০৪৫	১১১৭৫৩
	আয়তন	৯২২৪০	১১৬১৯৯	১৫৯৬৬৬	১৪৭০৩৪	১৫৮৯১১	১৫০৩৪৩
	গড়	১.৩৮	১.৩৭	১.৫৮	১.৩২	১.৩১	১.৩৪
প্রায়-	সংখ্যা	৪০৩০৩	৪০৫৩৫	৩৮৭৬৭	৩৯৬৭৮	৪২০৮৮	৩৬১৫২
মাঝারী	আয়তন	১০৬৩৪২	১০৩৯৭০	১০৭৯৫৬	১০১৩৯৮	১০৬৩২৬	৮৭৬০৫
	গড়	২.৬৪	২.৫৬	২.৭৮	২.৫৫	২.৫৩	২.৪২
মাঝারী	সংখ্যা	১২৪১১	৯৪৪৯	৬৯১৬	৪৬০৭	২৭৮৯	২৩৫৬
	আয়তন	৬৩৯৪৭	৪৬৯৭২	৩৫৮২৩	২৩৫২৪	১৩৫৯৬	১৬২০৮
	গড়	৫.১৫	৪.৯৭	৫.১৮	৫.১১	৪.৮৭	৬.৮৮
বড়	সংখ্যা	৯৪	৪১	৩৫	৩৮	৭৬	৬৪
	আয়তন	২০৮৬	৫৭৪	৬৭৮	৪৫৯	৯৯৩	৭৭৩
	গড়	২২.১৯	১৪.০	১৯.৩৭	১২.০৭	১৩.০৬	১২.০৭
ছোট	সংখ্যা	৩৩০৫৩৯	৩১২৮৫৯	৪৯৯৫৯৩	৫৬৫৫৬৩	৬৩২৬৫০	৬২২৮৪৩
	আয়তন	৩৪৯৭২৩	৩৭৬৬১০	৪৪৯১৬২	৪৩৬৮৪৫	৪৬২৩৪৪	৪৬১৩৪৩
	গড়	১.০৬	১.২০	০.৮৯	০.৭৭	০.৭৩	০.৭৪

সূত্র ঃ বিভিন্ন বছরের ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুকে প্রকাশিত বিভিন্ন বছরের কৃষি সেন্সাসের তথ্য।

সারণী ৫.৪
বিভিন্ন শ্রেণীর জোতের আওতায় মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ হিসাবে)

বৎসর	প্রান্তিক	(ুদ্র	প্রায়-মাঝারি	মাঝারি	বড়
১৯৭০-৭১	২৪.৩৩	২৬.৩৮	৩০.৪০	১৮.২৯	০.০৬
১৯৭৬-৭৭	২৮.৯১	৩০.৮৫	২৭.৬১	১২.৪৭	০.১৬
১৯৮০-৮১	৩২.২৯	৩৫.৫৫	২৪.০৩	৭.৯৮	০.১৫
১৯৮৫-৮৬	৩৭.৬৪	৩৩.৬৬	২৩.২১	৫.৩৮	০.১১
১৯৯০-৯১	৩৯.৪৮	৩৪.৩৭	২৩.০০	২.৯৪	০.২১
১৯৯৫-৯৬	৪৪.৭৪	৩২.৫৯	১৮.৯৯	৩.৫১	০.১৭

সূত্র ঃ বিভিন্ন বছরের ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক।

সারণী-৫.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৭০-৭১ সালে প্রান্তিক ও (দ্র জোতের মালিকদের হাতে ছিল মোট কৃষিজমির ৫০.৭১ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৭.৩৩ শতাংশ। প্রায়-মাঝারি ও মাঝারি চাষী, অর্থাৎ যাদের কৃষিজোতের আয়তন ২-১০ একর, আলোচ্য সময়কালে তাদের মালিকানাধীন মোট জমি ৪৮.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২২.৫০ শতাংশ। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি জোতের সংখ্যা ও আয়তনের দীর্ঘকালীন সংখ্যাতত্ত্ব এ জেলায় জমির কেন্দ্রীভবনের বিপরীত প্রত্রি(য়ার চিত্র তুলে ধরেছে। সুনির্দিষ্টভাবে বললে গত তিন দশকে গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবিদের মধ্যে প্রান্তিক ও (দ্র চাষীর গু(ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জেলাতে বড় চাষী ও জোতদারের সংখ্যা সাধারণভাবেই কম ছিল। জমিদারী অধিগ্রহণ আইন ও ভূমি সংস্কার আইনের প্রয়োগে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে মধ্যসত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস, অকৃষক জমিমালিকের জমি হস্তান্তর ইত্যাদির ফলে চাষের জমি ত্র(মশই চলে আসে মাঝারি ও ছোট কৃষকের হাতে। বাগড়ী এলাকায় জমি-অধিগ্রহণ, বর্গারেকর্ড জেলার বা রাজ্যের তুলনায় কম হলেও সেখানেও প্রান্তিক ও (দ্র চাষীর সংখ্যা বাড়ছে মুসলিম জনাধিক্যের কারণে। বাগড়ীর জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ মুসলমান। মুসলমান সমাজে সন্তান জন্মের হার অধিক এবং মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার পায়(এ জন্য মুসলিম চাষী দুপু(ষে প্রান্তিক চাষীতে এবং মাঝারি ও দরিদ্র চাষী (ে তমজুরে পরিণত হয়।

বর্গাদার ও পাট্টাদার ঃ জেলার বর্গাদার ও পাট্টাদারের ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা সারণী-৫.৫ এ দেওয়া হ'ল। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরের শেষে বর্গাদার ও পাট্টাদারের মোট সংখ্যা যা, তাই ঐ সারণীতে দেওয়া হলো। ২০০১-এর জনগণনার সময় এই সংখ্যা হয়তো সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তাহলেও ২০০১ জনগণনায় পাওয়া কৃষিজীবির সংখ্যার সাথে তুলনামূলক আলোচনায় বর্গাদার ও পাট্টাদারের ঐ সংখ্যা ব্যবহার করলে তথ্যের তেমন হেরফের হবে না।

১৯৯৯-২০০০ সালের শেষে জেলায় মোট পাট্টাদারের সংখ্যা ছিল ১,৪৩,০৬১ এবং মোট বর্গাদারের সংখ্যা ৮৫,৬৬৬। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী জেলায় মোট কৃষিজীবির সংখ্যা ৩,৬৯,৮৮৫। মোট কৃষিজীবির মধ্যে বর্গাদারের অনুপাত ২৩.১৬ শতাংশ। এই অনুপাত সর্বাধিক নবগ্রাম ব্লকে (৪২.২১ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন সামশেরগঞ্জ ব্লকে (৭.০২ শতাংশ)।

খনি, বাগিচা, পরিবহণ ইত্যাদি ঃ জেলার জনসংখ্যার খুব সামান্য অংশ খনন বা মুক্ত(খনন কর্মের সঙ্গে যুক্ত(। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই ধরণের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত(ব্যক্তি(র সংখ্যা ৬৩৫, এর মধ্যে ৬২৬ জন পু(ষ এবং মাত্র ৯ জন মহিলা। এই জীবিকার মধ্যে শ্রমিক ও মালিকভিত্তিক বিভাজনের সংখ্যাতত্ত্ব পাওয়া যায়নি।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পরিবহণ, গুদাম - জাতকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত(জীবিকার উপর নির্ভর করেন ২৭,৬৫৪ জন। এর মধ্যে পু(ষের সংখ্যা ২৭,৪৭০ ও নারীর সংখ্যা ১৮৪। কেবলমাত্র পরিবহণ-এর উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার কোন প্রকাশিত তথ্য নেই। ১৯৯৯ এবং ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত নথীভুক্ত(করণের যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে এ বিষয়ে সামান্য ধারণা করা যেতে পারে।

এই হিসাবে রিকশা বা ভ্যান চালকের সংখ্যা ধরা হয়নি। যদিও সাধারণভাবে একজন রিকশা বা ভ্যান চালকের প্রধান জীবিকা রিকশা বা ভ্যান চালনা। সুতরাং তিনি জনগণনা বা অন্য সমী(ার সময় তার ঐ জীবিকাগত পরিচয় দেবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। আবার একজন ট্রাকটর মালিকের প্রধান জীবিকা সাধারণভাবে ট্রাকটর চালানো বা ট্রেলারে মালবহন না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তিনি প্রধানত একজন কৃষিজীবী এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের পর ট্রাকটর চালনা বা মালবহনের দ্বারা হয়তো তিনি অতিরিক্ত(উপার্জন করেন। তবে দশম অধ্যায়ে বর্ণিত জেলার নানা ধরণের নিবন্ধীকৃত যানবাহনের সংখ্যার দিকে নজর রাখলে পরিবহনের সাথে যুক্ত(মানুষজনের একটা সম্ভাব্য সংখ্যা আন্দাজ করা যায়।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য ফ্যাক্টরী পরিদর্শক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে জেলায় মোট নথীভুক্ত(ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ছিল ২৪ এবং তাতে নিযুক্ত(শ্রমিক সংখ্যার দৈনিক গড় ৪১৩৩। (দ্র ও কুটির শিল্প অধিকর্তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সালে জেলায় মোট (দ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল ১৬০৩৮ টি এবং তাতে দৈনিক শ্রমিক নিয়োগের গড় সংখ্যাটি হল ৭৪৬৮২।

অকর্মী জনসংখ্যা ঃ ১৯৯১-২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী অকর্মী জনসংখ্যার বিশদ তথ্য সারণী ৫.১ -এ দেওয়া হয়েছে। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী জেলার মোট অকর্মী জনসংখ্যা ৩৮,৬২,৪৮৮ যা মোট জনসংখ্যার ৬৫.৮৬ শতাংশ। অকর্মী জনসংখ্যার মধ্যে পু(ষের সংখ্যা ১৪,৬২,৪৩০ এবং নারীর সংখ্যা ২৪,০০,০৫৮ জন। জেলার মোট অকর্মী জনসংখ্যার মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৩৪,১৬,৫৮৬ জন এবং শহরে বাস করেন ৪,৪৫,৯০২ জন।

সারণী ৫.৫

জেলায় বর্গাদার, পাট্টাদার ও কৃষিজীবির সংখ্যা (১৯৯৯-২০০০)

ব্লকের নাম	পাট্টাদারের সংখ্যা	বর্গাদারের সংখ্যা	কৃষিজীবির সংখ্যা	কৃষিজীবির মধ্যে বর্গাদারের অনুপাত
ফরাক্কা	৪৯৪০	৯৮৭	৪৪৪৬	২২.২০
সামশেরগঞ্জ	১৯৬৫	২০৪	২৯০৬	৭.০২
সুতি - ১	৪৮১৮	৭৫০	৬১০৪	১২.২৯
সুতি - ২	৩১৫২	৩৫৬	৩৯৪৪	৯.০২
রঘুনাথগঞ্জ - ১	৫৯৮৩	৩৬৯৮	৫৮৭৬	১১.৮৮
রঘুনাথগঞ্জ - ২	৫০৯৯	৯৯৭	৫৪৭৩	১৮.২২
সাগরদীঘি	৮৯৭৫	৪৯৬৯	১৭১২৮	২৯.০১
লালগোলা	৫৬০৩	১৬৫৪	১১০৪১	১৪.৯৮
ভগবানগোলা-১	৩১০৩	১২৬৩	১০৩৬৪	১২.১৯
ভগবানগোলা-২	৬১২০	৭৮৫	১০৯৯২	৭.১৪
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৪৩৬২	৩৫৯১	১৪৭৫৮	২৪.৩৩
নবগ্রাম	১১৭৯৬	৭৩০৬	১৭৩০৯	৪২.২১
খড়গ্রাম	৮৭১৫	৬৬৫০	২২২২৯	২৯.৯২
বড়এ(া	৩৩৭৫	৪২৬৬	২৪৭৭৮	১৭.২২
কান্দী	৫১২৪	৫০০৫	১৯৮৯৫	২৫.১৬
ভরতপুর - ১	৪০৩৭	৩৭৩৩	১২৮৪৮	২৯.০৬
ভরতপুর - ২	৩৬৯০	৩৫২৪	৯৭৩১	৩৬.২১
বেলডাঙ্গা - ১	১৫১৮	৪১৭৭	১৫৪৬৫	২৭.০০
বেলডাঙ্গা -২	৪৪৯০	১৭৫৭	১৬১৫৬	১০.৮৮
নওদা	৭৪২৮	৩১১৬	১৭০২৬	১৮.৩০
হরিহরপাড়া	৬৩৬৯	৪০৭০	২১৭৯৫	১৮.৬৭
বহরমপুর	৬৯৬০	৪৮১১	৩২১৮৪	১৪.৯৫
ডোমকল	১০৪৪৫	৭২৬৪	২৫৮৩৩	২৮.১২
জলঙ্গী	৪৪৬০	৪৫৬৩	১৭২১৩	২৬.৫১
রাণীনগর - ১	৪৪৬০	৩৭৮৬	১৩২৭৭	২৮.৫২
রাণীনগর - ২	৫১৭১	২৩৮৪	১৪৮৪৪	১৬.০৬
জেলা	১,৪৩,০৬১	৮৫৬৬৬	৩৬৯৮৮৫	২৩.১৬

সূত্র ঃ ১) ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, ২) জনগণনা দপ্তর, মুর্শিদাবাদ